প্রথম আলো

তারিখ JUL 20 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

জরুরি ভা

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাংবাদিকতা' বিভাগ চালু করা হোক

ড. গোলাম রহমান, ড. শেখ আবদুস সালাম, ড. তপন বাগচী, ড. এ্যান্ড্রু অলক দেওয়ারী, মীর মোশারফ হোসেন, শবনম আযীম, আবু নাসের রাজীব, সামিয়া রহমান, মাহমুদ মেনন খান, অলিউর রহমান, মীর মাসরুর জামান ও রোবায়েত ফেরদৌস

আনন্দের খবর যে, এ বছর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) ১০৭তম জন্মবার্ষিকীতে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হলো। ময়মনসিংহের ত্রিশালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় বছরখানেক আগে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হুড়োহুড়ির যুগে একটি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালাভ নিঃসন্দেহে আনন্দের সমাচার। জাতীয় কবির নামে এবং তার স্মৃতিবিজড়িত স্থান ত্রিশালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। 'একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নিয়ে এটি অগ্রসর হচ্ছে'—এ সংবাদটিও আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জানা গেছে, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি অনুষদ থাকছে। লিবারেল আর্টস অনুষদভুক্ত 'বাংলা', 'ইংরেজি' এবং 'তুলনামূলক সাহিত্য ও ফোকলোর'; পারফরমিং আর্টস অনুষদভুক্ত 'নৃত্য ও নাট্যকলা', 'সংগীত' এবং 'চলচ্চিত্র' আর বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদভুক্ত 'কম্পিউটার বিজ্ঞান'—এই সাতটি বিভাগ নিয়ে এর যাত্রা শুরু হচ্ছে। তবে 'নজরুল স্টাডিজ' থাকবে প্রতি বিষয়ের আবশ্যিক কোর্স। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে এ পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের কিছু পরিপূরক ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, দুটি অনুষদে যে বিষয়গুলো পড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা 'সাংবাদিকতা' কিংবা ব্যাপক অর্থে 'গণযোগাযোগ' বা 'মিডিয়া স্টাডিজ' বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাশা করি। বর্তমান বিশ্বে 'যোগাযোগ' বিষয়টি সব অর্থেই খুবই দরকারি বিষয়। সৃজনশীলতার চর্চার দিক থেকে যেমন, তেমনি মানবিক যোগাযোগের প্রায়োগিক দিক থেকেও এটি জরুরি। আমরা মনে করি, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিডিয়া স্টাডিজ' বিভাগ চালু করা হলে তা কেবল যুগের চাহিদাই মেটাবে না, নজরুলের জীবন ও কর্মের সামগ্রিক অধ্যয়নের সুযোগও সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দিতে হলে বাণিজ্য অনুষদের কতটা দরকার তা আরেকবার ভেবে দেখা দরকার। কম্পিউটার বিজ্ঞান কিংবা ব্যবসায় প্রশাসন পড়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে দেশের অন্যান্য পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রচুর অর্থ খরচ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-সংগীত পড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহী মানুষ খুব বেশি পাওয়া যাবে না। জীবনযাপনের এই নান্দনিক বিষয়গুলো আয়ত্ত করার জন্য সরকারি উদ্যোগ তাই জরুরি। সেই বিবেচনায় কেবল সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলা হবে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমরা জানি যে, নজরুল বিদ্রোহী কবি ও গীতকার হিসেবে পরিচিত ও সবিশেষ খ্যাতিমান হলেও সাংবাদিকতাও ছিল তার সাধনা ও কর্মের অন্যতম ক্ষেত্র। সাংবাদিকতা তার জীবিকারও অবলম্বন ছিল। কিন্তু কেবল এটি বললেই সাংবাদিকতার সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা যাবে না। কারণ কেবল জীবিকার জন্য নয়, প্রাণের টানে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নজরুল সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হয়েছিলেন। তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার সঙ্গেও তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সম্পাদনায় ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ প্রকাশিত হলে নজরুল তাতে যুক্ত হন। মাসখানেক যাওয়ার পরই নজরুলের 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধের জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুল পড়ে যান পুলিশের রোষে। এ সময় তিনি সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এরপর কিছুদিন তিনি 'সেবক' পত্রিকায় কাজ করেন। এ দুই পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ১৯২২ সালের আগস্টে নজরুল প্রকাশ করেন 'ধূমকেতু' পত্রিকা। অর্ধসাপ্তাহিক এ পত্রিকাটি অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে অবদান রাখে। এ দুটি আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে পত্রিকাটি ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনেও অবদান রাখে। ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য ২৩ নভেম্বর পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করা হয়। ২৩ নভেম্বর তার প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হয় এবং কুমিল্লা থেকে কবিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে নজরুলের এক বছর জেল হয়। ১৯২৫ সালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকা। এটি তার প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায় নামের রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেবল প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকতাই নয়, নজরুল যুক্ত ছিলেন এইচএমভি এবং মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানিতে। ১৯৩৯ সালে কলকাতা বেতারের সঙ্গেও নজরুল যুক্ত হন। 'হারামণি', 'মেলমিলন' ও 'নবরাগমালিকা' নামের তিনটি অনুষ্ঠানও পরিচালনা করতেন। এমনকি শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্রের সঙ্গেও নজরুল যুক্ত ছিলেন। অভিনয়, পরিচালনা, গীত, সুর যোজনা এবং প্লে-ব্যাক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি করেছেন। গণমাধ্যমের এই বিশাল ব্যক্তিত্বের এসব ভূমিকা, অবদান ও কৃতিত্ব নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাও পরি হয়েছে। তাই নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভা হলেও পাঠ-উপকরণের সংকটও থাকবে না। নজরুলের ও কর্মে সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যমের অবদানের প্রসঙ্গ গবেষণার বিষয় হতে পারে। গ্রামফোন রেকর্ড, বেতার, এবং সংবাদ-সাময়িকপত্র ক্ষেত্রে নজরুলের সম্পৃক্তি ও নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজনকে অস্বীকার উপায় নেই। এ কথাও স্পষ্ট যে, নজরুল বিশ্ববি নজরুলের সাংবাদিকতা বিষয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ সৃষ্টি দাবি একান্তই যৌক্তিক। এ দাবি মেটানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ই যে উপযুক্ত জায়গা, তা বোঝাতে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না। নজরুলের সাংবাদিকত পড়ানোর পাশাপাশি 'সাংবাদিকতা' বা 'যোগাযোগ' ব্যাপক ক্ষেত্র নিয়ে আমরা 'মিডিয়া স্টাডিজ' নামে একটি বিভাগ চালু করার দাবি করছি। আজকের কর্মমুখী ও শিক্ষার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখলেও সাংস্কৃতিক, মানা সামাজিক বিদ্যার সমন্বিত বিভাগ হিসেবে 'মিডিয়া স্টাডিজ' বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। আমাদের দেশের চলমান সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, বিজ্ঞাপনশিল্প, প্রোডাকশন হাউজ, জনস তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকাশনা, অ্যাডভোকেসি, গবেষণা প্রভৃতি 'মিডিয়া স্টাডিজ' বিষয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যোগাযোগের যেকোনো ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক মূল্য অনস্বীকার্য। তাই আমরা প্রত্যাশা করি, শুরুর বর্ষে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিডিয়া স্টাডিজ' বিভাগে শিক্ষা করা হোক। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনাপত্তি সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

লেখকবৃন্দ গণমাধ্যম গবেষক এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যা সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।